প্রথম আলো
তারিখ ... OCT. 31, 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতারণার নানা কৌশল

মাহবুব তালুকদার

২৭ সেপ্টেম্বর দেশের একটি প্রধান দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'এমবিএ ও পিএইচডি ডিগ্রির উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, 'কর্মব্যস্ত এক্সিকিউটিভ ও চাকরিজীবীদের জন্য বিশেষ সুযোগ। আপনি কি কোনো পেশায় কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞ? আপনার জন্য আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নটর ডেম নিয়ে এসেছে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল এমবিএ। ঘরে বসেই কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অল্প সময়ে অর্জন করতে পারেন এমবিএ ডিগ্রি।' বিজ্ঞাপনটি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। বিজ্ঞাপনে পিএইচডি ডিগ্রির উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত কিছু লেখা ছিল না। ফলে আমি প্রতিষ্ঠানের মালিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে যা জানতে পেলাম তা রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। মাত্র এক লাখ টাকা খরচ করলেই তারা একটি ডক্টরেট ডিগ্রি যোগাড় করে দেবেন। টেকনিক্যাল বিষয় বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং জাতীয় বিষয়ে ডক্টরেট হতে চাইলে ২০ হাজার টাকা বেশি খরচ পড়বে। গবেষণাপত্র বা থিসিস তৈরি করে দেওয়ার জন্য গবেষণা সহায়ককে অবশ্য ১৫ হাজার টাকা আরও অতিরিক্ত দিতে হবে। অবশ্যই তা হবে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নটর ডেমের পিএইচপি ডিগ্রি। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'প্রায় ১২শ শিক্ষার্থী বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সুনামের সঙ্গে অধিষ্ঠিত আছেন।'

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়টি বিচিত্র ও বহুমুখী। সাধারণত পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতারণার ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে খুবই রমরমা। পত্রিকায় প্রকাশিত এদের বিজ্ঞাপনের শীর্ষে বড় বড় হরফে লেখা থাকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'। তার নিচে ছোট হরফে লেখা বাকাশিবো অ্যাফিলিয়েটেড। বাকাশিবো হচ্ছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এর নিচে প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা জাতীয় যুব উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র কিংবা জাতীয় যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র (নিট)। বিজ্ঞাপনের ধরন ও বাংলাদেশ সরকারের নামের তকমা দেখে মনে হবে যে এগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আসলে সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়। 'নিট'-এর বিজ্ঞাপনে সাতটি জেলা কার্যালয়ের ঠিকানাসহ কম্পিউটার কোর্সে ভর্তির আহ্বান জানানো হয়েছে। এসব সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা ও হায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীরাও ভর্তির আবেদন করতে পারেন। কেবল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য ডিগ্রি পাস হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো, এহেন 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' নামের সনদপত্র বিতরণের অধিকার প্রতিষ্ঠানকে কে দিল? সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া যদি কোনো শিক্ষায়তন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দিতে না পারে, তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নাম ভাঙিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দেয় কোন সাহসে? একই ধরনের আরেকটি বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ নামে। এর নিচে লেখা আছে 'একটি পূর্ণাঙ্গ স্পেশালাইজড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'। ঢাকা রোড, বারান্দী মোল্লা পাড়া, ... কীভাবে? দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপনের কি কোনো আইন নেই? যে কেউ অনুমোদনহীন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপন করে ডিগ্রি দিতে পারে? এরপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও কি লটারির টিকিটের মতো স্বল্পমূল্যে বিতরণ করা হবে!

সবচেয়ে আতঙ্কজনক বিষয় হলো, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া অবৈধভাবে এমবিবিএস ও বিডিএস (ডেন্টাল) চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞাপন। কিছুদিন আগে পিচ-ব্লেন্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নামে এমবিবিএস ও বিডিএসসহ কয়েকটি কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুমোদনহীনভাবে এ ধরনের ভর্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভবত কেবল বাংলাদেশেই সম্ভব। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের পর অবশ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের টনক নড়ে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার খন্দকার মোহাম্মদ সিফায়েত উল্লাহ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ ধরনের অনুমোদনহীন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান প্রতারণামূলক। প্রতিষ্ঠানটি আগেও প্রতারণার মাধ্যমে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওই হুঁশিয়ারির পরও প্রতিষ্ঠানটি গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর একই পত্রিকায় আগের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনটি পুনরায় প্রকাশ করে।

আরেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে ২ অক্টোবর ২০০৬-এ। 'ঢাকায় পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি ও বৃত্তি' শিরোনামে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এইচএসসি অকৃতকার্যদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ'। এতে বলা হয়, '২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের এসএসসি পাস/এইচএসসি ফেল ছাত্রছাত্রীদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চার বছর মেয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ট্রেনিং, সরাসরি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিএ ভর্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে।' তবে এসব কোর্সে ভর্তির জন্য এইচএসসিতে ফেল করার পর আরও কোনো পরীক্ষায় ফেল করার যোগ্যতা থাকতে হবে কি না, তা বলা হয়নি। প্রায় একই ধরনের আরেকটি অভিনব বিজ্ঞাপন দেখা গেল। 'প্রি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন' শিরোনামের নিচে লেখা আছে, 'এইচএসসি পরীক্ষা না দিয়ে/পাস না করে মাত্র এক বছরে প্রি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন করে দেশ-বিদেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্স/ব্যাচেলর ডিগ্রিতে ভর্তি হওয়া যাবে। আমাদের প্রি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন প্রোগ্রাম করে ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশসহ মালয়েশিয়া, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, সাইপ্রাসে অধ্যয়নরত। প্রি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন এইচএসসির সমমান।' এ বিজ্ঞাপনটিও এইচএসসি ফেল শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর বয়ে এনেছে। কিন্তু 'প্রি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন এইচএসসির সমমান' কথাটা কি আদৌ ঠিক? বাংলাদেশের কোন আইনে বা অধ্যাদেশে এহেন সমমান ঘোষণা করা হয়েছে? কোনো শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস না করে এক বছরের প্রি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন কোর্স করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে কি? প্রতারণা আর কাকে বলে!

প্রতারণার চিত্রটি তুলে ধরা যেতে পারে। '১২ হাজার টাকায়
বিএড সার্টিফিকেট' শিরোনামে সম্প্রতি প্রকাশিত এক খবরে
জানা যায়, 'আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি' নামের একটি
প্রতিষ্ঠান মাত্র ১২ হাজার টাকার বিনিময়ে বিএড স
বিতরণ করছে। এ জন্য ভর্তি ক্লাস বা পরীক্ষা কো
দরকার নেই। ঢাকার বনানীতে অবস্থিত এই
অবৈধভাবে রাজশাহীতে ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকে
ব্যবসা চালিয়েছে এবং ইতিমধ্যে ১ হাজার ১০০ স
বিক্রি হয়ে গেছে। অথচ এ প্রতিষ্ঠানের বিএড-
অনুমোদন নেই। কিছুদিন আগে রাজশাহী জেলা
পাঠানো এক চিঠিতে এই প্রতারণার কথা বিশ্ববিদ্যা
কমিশনকে জানানো হয়। ইউজিসির চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিকে শোকজ করলেও এর কে
পাওয়া যায়নি। যে আটটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়
তালিকাভুক্ত করে তাদের অনুমোদন বাতিলের উদ্যো
হয়েছিল আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি তা
একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিক কমিটি
মন্ত্রণালয়ের আলাদা তদন্ত কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয়গু
সুপারিশ করেছিল। কিন্তু এগুলো বন্ধ করা দূরে থাক
আগে সরকার আরও নতুন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের
দিয়ে উচ্চশিক্ষায় অপ্রত্যাশিত কলঙ্কগাথা রচনা করে

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতারণা বহুমুখী ও সর্বব্যাপক। এ
দেশে জনসাধারণকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষ
সরকারের। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। প্র
এতই শক্তিশালী যে, যাদের ভূত তাড়ানোর
প্রতারকদের কোলে চড়ে বসে আছে। বিশেষ ক
চাকরির পদোন্নতিতে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে
সার্টিফিকেট গ্রাহ্য বলে এসব ভুয়া সনদপত্রের
গেছে। অনেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স
দেখিয়ে পদোন্নতি আদায় করে নিয়েছেন। সুতরাং
আর উচ্চবাচ্য না করে আরেকটি বিজ্ঞাপনের কথা ব
প্রসঙ্গের ইতি টানতে পারি। বিদেশে শিক্ষায়তনে ভ
বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়েছে—
অভিযোগ থাকিলে নগদ পুরস্কার ১০,০০০ টাকা'।
বড় অক্ষরে ইংরেজিতে 'মালয়েশিয়া' লেখা।
আছে—'নিশ্চিত এবং সহজ উপায়ে ইউকে, অস্ট্রেলি
ও নিউজিল্যান্ডে মাত্র এক বছরে ক্রেডিট ট্রান্সফ
প্রসেসিংয়ের সর্বোচ্চ সময় পাঁচ সপ্তাহ। ভিসার
১০,০০০। নো আইইএলটিএস, নো স্পন্সর, নো
স্টাডিব্রেক গ্রহণযোগ্য। মালয়েশিয়ায় সাত দিন থ
ফ্রি, ১০০% জব গ্যারান্টি।'

'এর চেয়ে বেশি লোভনীয় বিজ্ঞাপন আর কী
বিজ্ঞাপনে ভিসার আগে ১০ হাজার টাকা প্রদানের ব
ভিসার পর সর্বমোট কত টাকা দিতে হবে তা উল্লে
ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো, প্রতিটি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে
অভিযোগ বাবদ ১০ হাজার টাকা করে 'নগদ পুরস্কার
করার পর আর কত টাকা সর্বসাকুল্যে লাভ থা
হিসেবে এই কৌশলটি মন্দ কী?

মাহবুব তালুকদার : কবি ও কথাসাহিত্যিক।